গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর

এবং

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর

এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

১ জুলাই ২০২৩ - ৩০ জুন ২০২৪

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা নং
কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র	৩
প্রস্তাবনা	৪
সেকশন ১: রূপকল্প, অভিলক্ষ্য, কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলি	৫
সেকশন ২: বিভিন্ন কার্যক্রমের চূড়ান্ত ফলাফল/ প্রভাব	৬
সেকশন ৩: কর্মসম্পাদন পরিকল্পনা	৮
সংযোজনী ১: শব্দসংক্ষেপ	১০
সংযোজনী ২: কর্মসম্পাদন ব্যবস্থাপনা ও প্রমাণক	১১
সংযোজনী ৩: অন্য অফিসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ	১২
সংযোজনী ৪: জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৩-১৪
সংযোজনী ৫: ই-গভর্ন্যান্স ও উদ্ভাবন কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৫
সংযোজনী ৬: সেবা প্রদান প্রতিশ্রুতি কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৬
সংযোজনী ৭: অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থা কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৭
সংযোজনী ৮: তথ্য অধিকার বিষয়ে বার্ষিক কর্মপরিকল্পনা, ২০২৩-২০২৪	১৮

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর বিভাগের কার্যক্রম ১৯৮৩ সালের জুন মাস থেকে শুরু হয়। পুর্বে জামালপুর জেলা মহকুমা থাকাকালীন ময়মনসিংহ জেলার নির্বাহী প্রকৌশলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো। জামালপুর জেলার পল্লী অঞ্চলে নিরাপদ পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের উন্নয়ন সাধনে উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুযায়ী জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর বিভাগ, জামালপুর জনগনকে সেবা প্রদান করে চলেছে। জামালপুরের পৌর সভার পানি সরবরাহ ব্যবস্থা ও স্যানিটেশনের উন্নয়ন কল্পে বর্তমানে এ বিভাগ কাজ করে চলেছে। তাছাড়া প্রায় প্রতি বছরই বন্যাকালীনসহ বিভিন্ন দুর্যোগ মুহর্তে প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে দুর্গতদের দুর্দশা লাঘবে এই বিভাগ নিয়োজিত আছে। বিগত পাচ বছরে জামালপুর পল্লী ও পৌর এলাকার ৫৭২০ টি বিভিন্ন প্রযুক্তির পানির উৎস ও ১৫টি উৎপাদক নলকুপ স্থাপন, ৪১টি কমিউনিটি ল্যাট্রিন, ১৩টি পাবলিক টয়লেট, ২টি ভূ-গর্ভস্থ পানি শোধনাগার নির্মান ও ১টি উচ্চ জলাধার নির্মান, ১টি পানি পরীক্ষাগার ভবন নির্মাণ এবং ২ টি উপ-সহকারী প্রকৌশলীর অফিস নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ২ টি মানব বর্জ্য ও ২ টি কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নির্মান করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ

পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার প্রধান চ্যালেঞ্জ হলো চাহিদার তুলনায় প্রকল্পের স্বল্পতা, আর্সেনিক সমস্যা প্রকট না হলেও আয়রন সমস্য বিদ্যমান। এছাড়াও পৌরসভা সমুহে পাইপ লাইন এর মাধ্যমে পানি সরবরাহ ব্যবস্থা চলমান আছে। স্থায়ীত্বশীল স্যানিটেশন প্রযুক্তির অভাবে বন্য দুর্গত এলাকার স্যানিটেশনের সমস্যা প্রকট আকার ধারন করে।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন ব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশ কিছু ভবিষ্যৎপরিকল্পনা রয়েছে যেমন প্রতি ৫০ জনের জন্য একটি পানির উৎস স্থাপন, ভূ-পৃষ্ঠস্থ পানির যথাযথ ব্যবহার এবং সংরক্ষন, পুকুর খননের মাধ্যমে ভূ-পৃষ্ঠের পানি ব্যবহার বৃদ্ধিকরণ, দেশের প্রতিটি ইউনিয়নে পাইপড ওয়াটার সাপ্লাই সিস্টেম স্থাপন। স্বাস্থ্যসম্মত উন্নতমানের ল্যাট্রিনের কভারেজ বৃদ্ধিকরণ এবং নিরাপদ সুপেয় পানি সরবরাহের কভারেজ শতভাগে উন্নীতকরণ।

২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ

- পল্লী ও পৌর এলাকায় বিভিন্ন ধরনের পানির উৎস স্থাপন-৪৪২ টি
- পল্লী এলাকায় কমিউনিটি ভিত্তিক পানি সরবরাহ ইউনিট স্থাপন-৩২৯ টি
- পল্লী ও পৌর এলাকায় পাইপ লাইন স্থাপন-৫০ কিঃমিঃ
- পল্লী ও পৌর এলাকায় ওভার হেড ট্যাঙ্ক নির্মান-৭ টি
- পরীক্ষাগারে পরীক্ষিত পানির নমুনা-৪৪২ টি
- পৌর এলাকায় হাউজ কানেকশন নির্মাণ-১৫০ টি

প্রস্তাবনা

প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০৪১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

নির্বাহী প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, জামালপুর বিভাগ

এবং

প্রধান প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর, ঢাকা

এর মধ্যে ২০২৩ সালের জুন মাসের ২৫ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন: